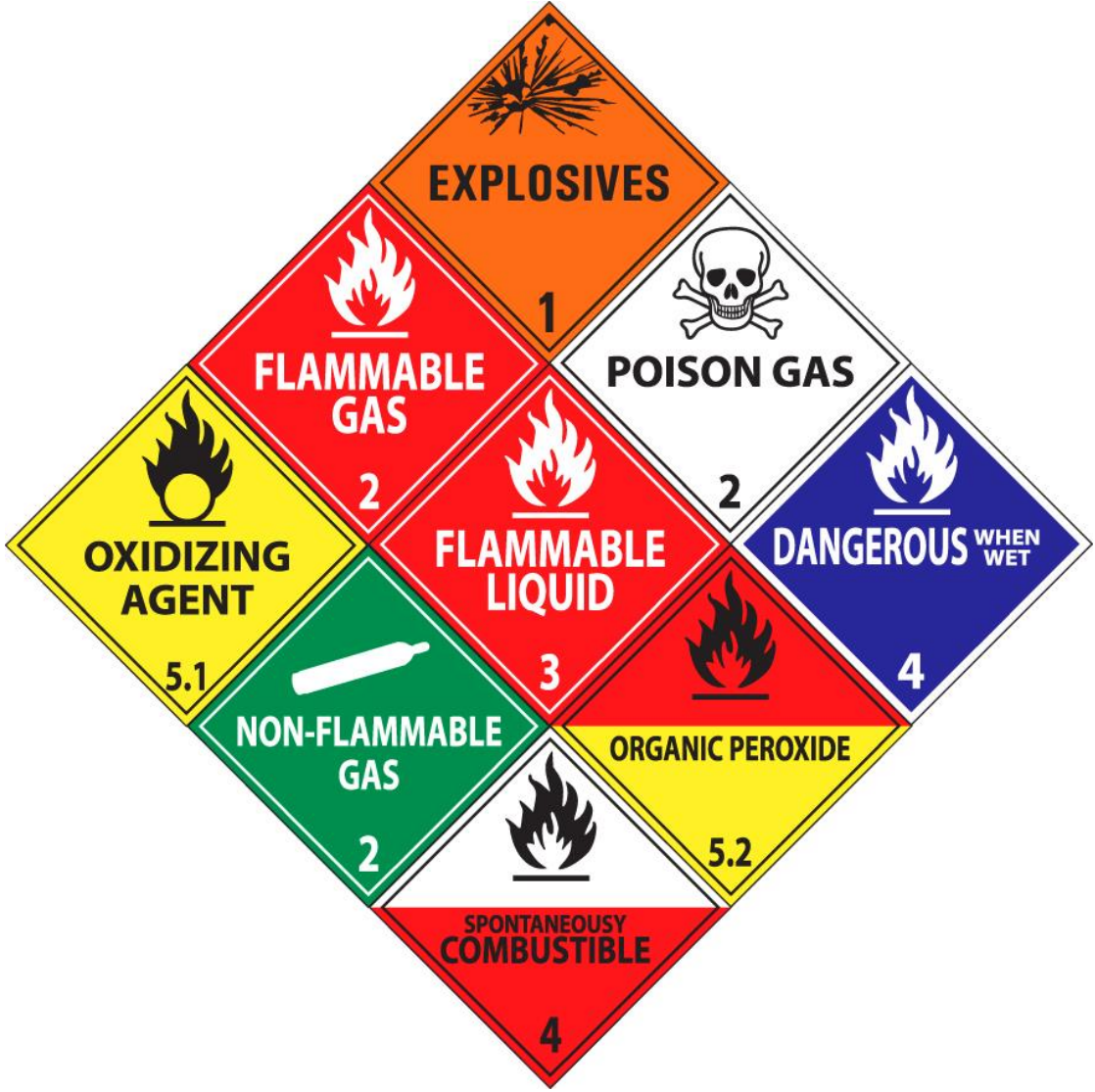




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd

ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

ভূমিকা:

বিস্ফোরণ ও অগ্নি-দুর্ঘটনাপ্রবণ বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-বিস্ফোরক, সংকুচিত গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্জ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারের সময় যাতে দুর্ঘটনা ঘটে জন-জীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশ বিনষ্ট না হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাদির ঈঙ্গিত মেয়াদ পূরণ করতে পারে তদোদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থের উক্তরূপ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

পূর্ব-ইতিহাস: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে The Indian Explosives Act জারি করা হয়। সেই সময় বিভিন্ন বিস্ফোরক মজুদাগারে ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় ক্রমাগত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে, ব্রিটিশ সরকার Her Majesty's Chief Inspector of Explosives, UK এর অনুমোদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ইসাপুরে বারুদের কারখানায় একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও কিরকি (kirkee) তে Chief Inspector of Explosives নিয়োগ করেন। তৎকালে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় ব্রিটেনের Her Majesty's Chief Inspector of Explosives দ্বারা পরিচালিত হতেন। এরূপ ব্যবস্থায় সন্তোষজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ (Independent Authority) হিসেবে Chief Inspector of Explosives in India নিয়োগ করেন এবং তাঁর অধীনে বিস্ফোরক পরিদর্শক (Inspector of Explosives) নিয়োগ করে Department of Explosives এর সূচনা করেন। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তর সমগ্র ভারতে অফিস পরিচালনা করে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর পদবি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এর স্থলে Her Majesty's Chief Inspector of Explosives in India রাখা হয়। পরবর্তীতে ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর 'হার ম্যাজিস্ট্রিজ' কথাটি বাদ দিয়ে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এবং 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' রাখা হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' এর স্থলে 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন বাংলাদেশ' করা হয়।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান আমলে এই দপ্তরটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ দপ্তরটি শিল্পমন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। পরবর্তীতে দপ্তরটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। পাকিস্তান এবং ভারতে অনুরূপ দপ্তর দু'টো শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পেট্রোলিয় আইন, ২০১৬ ও পেট্রোলিয়াম রুলস ১৯৩৭ এর পূর্ব-ইতিহাস : ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দপ্তর প্রধান করে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস গঠন করা হয়। সে সময়ে বিস্ফোরক ছাড়াও বিভিন্ন দাহ্য তরল হতে অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং বিস্ফোরক ব্যতীত অন্য সকল অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ প্রবণ রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ হ্যান্ডলিং ও জনসাধারণের জানমাল রক্ষার স্বার্থে ১৭-২-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৮৯৯ (VIII OF 1899) জারি করা হয়। সে সময়ে প্রচলিত কার্বাইড অব ক্যালসিয়াম রুলস্কে এ আইনের আওতায় আনা হয়।

১৯০৪ এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ও উক্ত অ্যাক্টের আওতায় জারিকৃত পেট্রোলিয়াম রুলস প্রয়োগের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে সময় বিভিন্ন রাজ্যের জন্য কিছুটা ভিন্নতর পেট্রোলিয়াম রুলস প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন রাজ্যের আইনের তারতম্যের কারণে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিত। উক্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট রহিত করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যমান পেট্রোলিয়াম আইন রহিত করে সমগ্র ভারতের জন্য একটি একক আইন প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এবং পূর্বে প্রচলিত পেট্রোলিয়াম বিধিগুলো রহিত করে ৩০-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ জারি করা হয়। ১৮-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড রুলস জারি করা হয়। উক্ত আইন এবং বিধিমালাগুলো বিভিন্ন সময়ে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগি করা হলেও ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করে উক্ত আইনসমূহের এবং বিধিমালায় নামকরণের পরিবর্তন করা হয়নি।

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে ন্যাচারাল গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত গ্যাস

পরিবহণের জন্য পাইপলাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাইপলাইনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ন্যাচারাল গ্যাস সেফটি রুল্‌স ১৯৬০ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনীর মাধ্যমে হালনাগাদ করে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত) জারি করা হয়। সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ রহিত করে ১১ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ জারি করা হয়েছে।

বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ ও বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ এর পূর্ব-ইতিহাস: গ্রেট ব্রিটেনে বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে Explosives Act, 1875 জারি করা হয়। উক্ত আইন দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনে বারুদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হতো। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন বিস্ফোরক ম্যাগাজিন ও বিস্ফোরক ব্যবহারের বিভিন্ন খনিতে ক্রমাগত বিস্ফোরণ ঘটানোর কারণে তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ জারি করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস কার্যক্রম শুরু করার পর তৎকালে চীফ ইন্সপেক্টর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯১৮ জারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিস্ফোরক দ্রব্যের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, ব্যবহার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিস্ফোরক বিধিমালা জারি করা হয়। বিস্ফোরকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিস্ফোরক বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। উক্ত বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ প্রায় ৬৫ বছর কার্যকর ছিল। নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক আবিষ্কার হওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবং এ উপ-মহাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিস্ফোরক সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়ক আইনের বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং এম-১২৭২ (১), তারিখ: ২৮-০৯-১৯৩৮ এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও. নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তারিখ: ০৩/১০/১৯৮৯ দ্বারা কোনো আধারে সংকুচিত অবস্থায় বা তরল অবস্থায় কোনো গ্যাস রাখা হলে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় উক্ত গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। পরবর্তীতে, উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,

১৯৯১ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালা দ্বারা সকল ধরনের গ্যাস ভর্তি সিলিভার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতো। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এলপিগি কার্যক্রম ও সিএনজি'র কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের নির্দেশে এলপিগি ও সিএনজি'র ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ক আইনকানুন সুনির্দিষ্ট করে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিগি) বিধিমালা, ২০০৪ ও সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।

২। বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধিমালাসমূহঃ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বাণিজ্যিক বিস্ফোরক, প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্যাস সিলিভার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন/তৈরি, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন/সঞ্চালন, মজুদ ব্যবহার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে করে থাকে:

১. বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পর্যন্ত সংশোধিত)

২. বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪

৩. গ্যাস সিলিভার বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)
আওতায় প্রণীত

১. এর

৪. গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত)

৫. তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিগি) বিধিমালা, ২০০৪

৬. সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫

৭. এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮

৮. পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬

৯. পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮

এর আওতায় প্রণীত

৮.

১০. কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩

১১. প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)

৩। বিধিবদ্ধ দায়িত্ব :

বিস্ফোরক পরিদপ্তর অনুচ্ছেদ নং ২ এ উল্লিখিত আইনসমূহ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের নিমিত্তে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করে:

৩.১। বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪: প্রধানত: বাংলাদেশে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহ কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণে ব্যবহার্য বাণিজ্যিক বিস্ফোরক মজুদের ম্যাগাজিনের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদন, বিস্ফোরক মজুদ বা অধিকারে রাখা, বিস্ফোরক আমদানি, পরিবহনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বিস্ফোরক আইনের অধীনে কোন ধরনের বিস্ফোরক বাংলাদেশে ব্যবহার এবং আমদানি করা হবে, সেবিষয়ে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিস্ফোরক মজুদের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদনপূর্বক পরিদর্শন করে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং সময় সময় (Periodic) লাইসেন্সকৃত ম্যাগাজিন পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া ম্যাগাজিনে ব্যবহার অনোপযোগি বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিনষ্টকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.২। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১: কোনো ধাতব আধারে কোনো গ্যাস সংকুচিত বা তরলীকৃত অবস্থায় থাকলে উক্ত গ্যাসপূর্ণ আধার জানমালের জন্য বিপজ্জনক বিধায় সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ এর অধীন গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক মর্মে গণ্য করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারি করা হয়। গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের জন্য অনূন ৫০০ মিলিলিটার কিন্তু অনোধর্ধ ১০০০ লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধারকে সিলিন্ডার এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালার অধীন প্রধান কার্যাবলির মধ্যে যেকোনো ধরনের খালি বা গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার আমদানি, সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে কোন ধরনের বা কোন স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের গ্যাস সিলিন্ডার ও ভাঙা আমদানি ও ব্যবহার করা হবে, সেমর্মে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রতিটি বটলিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র, গ্যাস ভর্তির বটলিং প্লান্ট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা হয়। স্থায়ী গ্যাস, সংকোচিত গ্যাস, তরলীকৃত গ্যাস, বিষাক্ত গ্যাস সহ বিভিন্ন ধরনের গ্যাস সার্ভিসের সিলিন্ডারের পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের ধরন ও মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

৩.৩। গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫: গ্যাসপূর্ণ ধাতব আধারকে বিস্ফোরক হিসেবে ঘোষণা প্রদান এবং বিস্ফোরক অ্যাক্টের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ জারী করে। ১০০০ লিটারের বেশি জলধারন ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধার যা গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদেরকে এ বিধিমালায় গ্যাসাধার হিসেবে

সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গ্যাসাধার বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে গ্যাসাধার আমদানির পারমিট, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গ্যাসাধারের কতদিন অন্তর কী ধরনের পর্যায়বৃত্ত (Periodic) পরীক্ষণ করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের লাইসেন্সকৃত স্থাপনা এবং গ্যাস পরিবহন যান সময় সময় পরিদর্শন করা হয়।

৩.৪। **তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিগিজ) বিধিমালা, ২০০৪:** এলপি গ্যাস পূর্বে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু এলপি গ্যাস ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে, সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিগিজ) বিধিমালা, ২০০৪ জারি করে। এ বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে আধারে গ্যাস মজুদ ও সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, এলপিগিজ রিফুয়েলিং স্টেশনের অনুমোদন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে এলপি গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের পূর্বে মজুদাগার/স্থাপনা/রিফুয়েলিং স্টেশন ও রোড ট্যাংকার পরিদর্শন করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাইসেন্সকৃত মজুদ স্থাপনা ও এলপিগিজ পরিবহন যানগুলি পরিদর্শন করা হয়। প্রতিটি এলপিগিজ বটলিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৩.৫। **সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫:** যানবাহনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সিএনজি এর প্রচলন শুরু হওয়ায় সরকার কর্তৃক বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়। এ বিধিমালায় প্রধানতঃ স্বয়ংক্রিয় যানের ইঞ্জিনকে সিএনজি দ্বারা চালানোর রূপান্তর প্রক্রিয়া, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন রূপান্তর সরঞ্জাম, সিলিন্ডার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্থাপন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিধিমালায় সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের লে-আউট নকশা অনুমোদন এবং পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে রিফুয়েলিং স্টেশনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.৬। **পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮:** পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ২০১৬ এবং পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ এ পেট্রোলিয়াম অর্থ তরল হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং তরল হাইড্রোকার্বন সম্বলিত দাহ্য মিশ্রণ (তরল, আঠালো বা কঠিন) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বিধিমালার অধীন পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি, মজুদাগারে মজুদ, পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশনের অনুমোদন, স্থল/জলপথে ট্যাংকারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/প্লান্টের লাইসেন্স/অনুমোদন, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকের

বজ্রবহ (earthing) পরীক্ষণ এবং পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের/স্ক্রাপ ভেসেল এর ট্যাংকে লোক প্রবেশ এবং অগ্নিময় কার্যের (hotwork) উপযোগিতা যাচাইপূর্বক গ্যাসমুক্ত পরীক্ষণ সনদ প্রদান করা হয়।

৩.৭। কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩: ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ (Inflammable solid) যা পানির সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে। উক্ত গ্যাসের প্রজ্বলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন কার্বাইড আমদানি, পরিবহনের অনুমোদন এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্ল্যান্ট এবং তৎসংযুক্ত মজুদাগারে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.৮। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১: উচ্চ চাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পাইপ লাইনের Route Alignment, পরীক্ষণ, ক্ষয়রোধ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন উচ্চ চাপবিশিষ্ট (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭ কেজি বা ততোধিক চাপে) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের অনুমোদন এবং অনুমোদন অনুসারে স্থাপনের পর চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্চিদ্রতা যাচাই পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হলে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.৯। এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮: এমোনিয়াম নাইট্রেট বিস্ফোরক তৈরির উপাদান। এমোনিয়াম নাইট্রেট সার হিসেবে, খনিতে এমোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল (ANFO) বিস্ফোরক তৈরিতে এবং মেডিকেল নাইট্রাস অক্সাইড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উক্ত রাসায়নিক পদার্থের মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়।

৪। দপ্তরের কার্যাবলি:

৪.১। লে-আউট, সাইট ও নির্মাণ নকশা নিরীক্ষণ ও অনুমোদন:

- * বিস্ফোরক মজুদ প্রাপ্ত বা ম্যাগাজিন
- * সিলিন্ডারে গ্যাস(এলপিজি, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া) গ্যাস ভর্তির প্ল্যান্ট
- * গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার (এলপিজি ও এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস)
- * সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন
- * এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশন (অটো-গ্যাস স্টেশন)

- * পেট্রোলিয়াম স্থাপনা/ডিপো
- * পেট্রোলিয়াম মজুদাগার
- * পেট্রোলিয়াম পরিবহণের ট্যাংকলরি, বিস্ফোরক পরিবহনের রোড ভ্যান, এলপিজি পরিবহণের রোড ট্যাঙ্কার, সংকুচিত গ্যাস/ক্রায়োজেনিক তরল পরিবহনের রোড ট্যাঙ্কার
- * পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশন
- * অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্লান্ট সংযুক্ত/স্বতন্ত্র ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার

৪.২। লাইসেন্স প্রদান:

- * অনুচ্ছেদ ৪.১ এ উল্লিখিত প্রাঙ্গণ/ইউনিট/যান এর লাইসেন্স প্রদান।
- * বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্স/পারমিট
- * বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্স
- * গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স
- * গ্যাসাধার আমদানির পারমিট

৪.৩। অনুমোদন প্রদান:

- * পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/ব্লেন্ডিং প্লান্টের অনুমোদন
- * পর্যাবৃত্ত পরীক্ষণের জন্য সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন
- * সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমোদন
- * উচ্চচাপ গ্যাস পাইপলাইনের গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদন

৪.৪। অনাপত্তি প্রদান:

- * সিএনজি কিট ও যন্ত্রপাতি আমদানি
- * পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রজ্বলনীয় তরল আমদানি
- * ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানি
- * পটাশিয়াম ক্লোরেট, রেড ফসফরাস, সালফার, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রোসেলুলোজ আমদানি

৫। পরীক্ষণ:

1. বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিজস্ব পরীক্ষাগারে বিস্ফোরক, বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণ।
2. বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, পেট্রোলিয়াম ডিপো ও গ্যাসাধারের বজ্রবহ পরীক্ষণ।
3. উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা, চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্চিদ্রতা পরীক্ষণ।

4. পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের ট্যাঙ্কে লোক প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগিতা যাচাই/পরীক্ষণ।

৬। অনুমতি/সম্মতি প্রদান:

- * বিস্ফোরক ম্যাগাজিনে ব্যবহারের অনুপযোগী বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি নির্ধারণ ও বিনষ্টকরণের সম্মতি প্রদান।
- * বাংলাদেশে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান, চুনাপাথর ও কয়লা খনিতে বিস্ফোরক ব্যবহারকারি শ্রুটীরদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৭। পরিদর্শন:

- * বিস্ফোরক তৈরির কারখানা, মজুদের ম্যাগাজিন, পরিবহন যান ও ব্যবহারের ক্ষেত্র ইত্যাদি।
- * গ্যাস সিলিন্ডার/গ্যাসাধার নির্মাণ কারখানা, সিলিন্ডার/গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তির স্টেশন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, গ্যাসাধার স্থাপনা, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি।
- * গ্যাস ফিল্ড, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট, উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনে কম্পেসার ও রেগুলেটর স্টেশন, চাপ প্রশমন ব্যবস্থা, ভাল্ভস্টেশন, গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- * পেট্রোলিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, পেট্রোলিয়াম মিশ্রণাগার, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ মজুদ স্থাপনা/মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ডিপো, পেট্রোলিয়াম পরিবাহী যান/অয়েল ট্যাংকার ইত্যাদি
- * ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও উহা হতে উৎপন্ন এ্যাসিটিলিন গ্যাস প্লান্ট ইত্যাদি, এবং
- * উপরোল্লিখিত পদার্থ ছাড়া অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-পটাশিয়াম ক্লোরেট, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি মজুদাগার, ব্যবহার ও উৎপাদন কেন্দ্র, যেমন-ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কেমিক্যাল প্লান্ট ইত্যাদি পরিদর্শন।

৮। তদন্তানুষ্ঠান:

- * বিস্ফোরক, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, গ্যাস পাইপলাইন বা উহার আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ বা অন্যকোনো বিপজ্জনক পদার্থ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনার কারিগরি তদন্ত করা।

৯। বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন:

- * ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।
- * ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা

প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান ।

১০। উপদেষ্টার সেবা প্রদান:

- * জন-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থ (বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, এলপিগিজি, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারকপদার্থ ইত্যাদি) সংক্রান্ত নিরাপত্তা (safety) আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়ে সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।
- * বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপত্তা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- * রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, গ্যাস বিতরণ ও বিপণন কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাকে বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহার, হ্যান্ডলিং, মজুদ ও পরিবহনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান।

১১। জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মহাকরণ সচিবালয়, ফেজ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দপ্তর প্রধান। দপ্তরের মোট জনবল ১০৪ জন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ৩১টি, ২য় শ্রেণির পদ ০২, ৩য় শ্রেণির পদ ৪৮টি ও চতুর্থ শ্রেণির ২৩টি পদ রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পাঁচটি বিভাগীয় অফিস চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালে অবস্থিত।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিধিবদ্ধ কাজের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৯০টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিদ্যায়নের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদন হলে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সঠিক প্রয়োগ ও প্রশাসন এবং দপ্তরের তদারকি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

১২। রাজস্ব আয় ও ব্যয়:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান নয়। অনুচ্ছেদ নং ২ এ বর্ণিত নিরাপত্তা আইন ও বিধিমালাসমূহের প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। যদি এ দপ্তরটি সফলতার সাথে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, তবে মানব জীবন ছাড়াও কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। অধিকন্তু, লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য প্রকার ফি হিসেবে এ দপ্তর একটি

উল্লেখযোগ্য অংকের রাজস্ব উপার্জন করে থাকে। আয় ব্যয়ের হিসেবে বর্তমানে এ দপ্তর একটি স্বয়ম্বর সংস্থা।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
২০১৮-২০১৯	৮,১৯,৯১,০০০/-	২,৬৪,৩১,০০০/-

১৩। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম:

ক্রমিক সংখ্যা	সম্পাদিত কাজের বিবরণ	অর্থ বৎসর ২০১৮- ২০১৯
০১	প্রাপ্ত পত্রাদির সংখ্যা	৪৮,৫১৮
০২	জারিকৃত পত্রাদির সংখ্যা	৫৫,৫৭৮
০৩	বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের প্রতিবেদনের সংখ্যা	১৬১২
০৪	ম্যাগাজিনে বিস্ফোরক মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরের সংখ্যা (২২ ফরমে)	১
০৫	শর্ট ফায়ারার্স এর পারমিট মঞ্জুর	-
০৬	আমদানিকৃত এলপিগি সিলিভারের সংখ্যা	২২,২৭,৯৮ ৩
০৭	আমদানিকৃত কম্পোজিট এলপিগি সিলিভারের সংখ্যা	৫,৩১,১০৪
০৮	আমদানিকৃত এলপিগি ব্যতীত অন্যান্য সিলিভারের সংখ্যা	৩,৪৫,৬৫ ৭
০৯	সিএনজি কিটস্ ও যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা	১০
১০	অনুমতিপ্রাপ্ত দেশে তৈরি এলপিগি সিলিভার বাজারজাতকরণের সংখ্যা	২০,২৯,৬ ৫০
১১	সিলিভার পরীক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৬
১২	সিলিভারে গ্যাস ভর্তির মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	৪
১৩	এলপিগি সিলিভার নির্মাণ কারখানা	৫
১৪	গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঘ' ফরমে)	৬
১৫	এলপিগি সিলিভার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা ('চ' ফরমে)	৯০৮
১৬	রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিগি সিলিভার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা ('এ৩' ফরমে)	৭

১৭	গ্যাসাধারে এলপিগিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('গ' ফরমে)	-
১৮	গ্যাসাধারে এলপিগিজি পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('জ' ফরমে)	৩৭
১৯	বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্সের সংখ্যা	৯
২০	বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা	২৮
২১	ফ্যাক্টরী/ইন্ডাস্ট্রিজ এ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে সালফার আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তির সংখ্যা ৩২৯)	৪৩,৩১৬.৭৫ মেট্রিক টন
২২	গ্যাসাধার আমদানির সংখ্যা (পারমিট ৭৫টি)	১৩৩
২৩	ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা ২৫টি)	১,৩১১.৩ মেট্রিক টন ও ২০৬২ কেজি
২৪	নন-স্ট্যান্ডার্ড সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির সংখ্যা (অনুমতিপত্রের সংখ্যা ৮৭টি)	১,১০০
২৫	পেট্রোলিয়াম মজুদের মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ট', 'ঠ', 'এঃ' এবং 'ঝ' ফরমে)	৩৯৮
২৬	এম/এল ফরম লাইসেন্সের অধীন প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ (কেমিক্যাল) আমদানির অনাপত্তি প্রদানের সংখ্যা	৩,০৩৭
২৭	স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ও' ফরমে)	১৩৭
২৮	জলপথে বাঞ্চে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('এন' ফরমে)	১৭
২৯	ভাসমান বার্জে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (স্পেশাল ফরমে)	২
৩০	লাইসেন্সকৃত প্রাক্ষণ/রিফুয়েলিং স্টেশন/স্থাপনা/জলযান/স্থলযান ইত্যাদি পরিদর্শনের সংখ্যা	১৬২০
৩১	পেট্রোলিয়াম ট্যাঞ্চে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কাজের উপযোগিতা যাচায়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত ট্যাঞ্চের সংখ্যা	১২,৫২১
৩২	গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমোদনের সংখ্যা	৯৯
৩৩	অনুমোদিত গ্যাস পাইপ লাইনে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদনের সংখ্যা	৮৮
৩৪	এলপিগিজি বটলিং প্ল্যান্টের লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	৬
৩৫	এলপিগিজি (অটোগ্যাস) ফিলিং স্টেশনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	২৫
৩৬	সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	৬

১৪। আইন/বিধিমালা (Statutory Instrument) হালনাগাদকরণঃ-

- (ক) ১৯৩৪ সালের পেট্রোলিয়াম আইনকে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন করে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ হিসেবে জারি হয়েছে।
- (খ) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭কে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন ও যুগোপযোগি করে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ জারি হয়েছে।
- (গ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করে হালনাগাদ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত গেজেট আকার প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে রেটিকুলেটেড পদ্ধতি ও যানবাহনে এলপিজি রূপান্তর কার্যক্রম, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিলিন্ডার ও টেকনোলজি অন্তর্ভুক্ত করে বিধিমালাটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হয়েছে।
- (ঘ) এমোনিয়া নাইট্রেট একটি বিস্ফোরক। উক্ত রাসায়নিক পদার্থটি মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য উপমহাদেশীয় বিধির আলোকে এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮ জারি হয়েছে।
- (ঙ) এল.এন.জি আমদানি, মজুদ, পরিবহনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে মহেশখালীতে টার্মিনাল ও পাইপলাইন নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। উক্ত স্থানে নিরাপদ মজুদ, পরিবহন ও ব্যবহারের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করার কাজ এ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
- (চ) গ্যাসাধার ও সিলিন্ডার এর ৪টি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনকে বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য অনুমোদন।

১৫। অন্যান্য অর্জন:

- (ক) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কোনো নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি ছিল না। সম্প্রতি গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও- এ ১০ কাঠার একটি প্লট পাওয়া গিয়েছে।
- (খ) ফাইবার গ্লাস নির্মিত সিলিন্ডারে এলপিজি ভর্তির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- (গ) ফাইবার গ্লাস দ্বারা এলপিজি সিলিন্ডার তৈরির একটি প্ল্যান্ট অনুমোদন করা হয়েছে।

১৬। প্রশিক্ষণ:

- (১) দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:
 - (ক) সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
 - (খ) Annual Performance Agreement Management System (APAMS) শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

- (গ) Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas Pipeline কোর্স;
- (ঘ) Corrosion Control and Cathodic Protection শীর্ষক প্রশিক্ষণ;
- (ঙ) Financial and Economic Appraisal of Project শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(২) বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

- (ক) ভিয়েতনাম এ Annual Performance Agreement (APA) শীর্ষক প্রশিক্ষণ;
- (খ) ফ্রান্সের প্যারিস এ Road Transport Safety, Guideline and Technology for Road Transportation of Petroleum Products শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ;
- (গ) স্পেন এ “Factory Acceptance Test (FAT)” পরিদর্শনে অংশগ্রহণ;

(৩) দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

- (ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) কোর্স;
- (খ) সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- (গ) মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স।
- (ঘ) অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি কোর্স।

১৭। দুর্ঘটনার তদন্ত:

এলপিগি এবং এলপিগি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার, পেট্রোলিয়াম, সিএনজি এবং গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার স্থান, কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

নং	শিরোনাম ও তারিখ	দুর্ঘটনার স্থান	দুর্ঘটনার কারণ	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ
০১।	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ২০/৮/২০১	খুলনা মহানগরীর খালিশপুর থানাধীন মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর	(১) ট্যাংকলরীতে পেট্রোল ভর্তি করার সময় উহার ভেন্ট পাইপ ও ডিপ পাইপ দিয়ে প্রচুর পেট্রোলিয়াম বাষ্প বের হতে	অগ্নিদগ্ধ হতে ২ জন নিহত এবং আরো ৭ জন অগ্নিদগ্ধ হয়।

	৮	ডিপো।	<p>থাকে। তাড়াছড়া করতে গিয়ে অথবা অসাবধানতাবশত ডেলিভারি পাইপের মুখের লোহার অংশ ও ট্যাংকলরীর ফিলিং পাইপের কোন অংশে জোরে আঘাত লেগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়ে তা তরল পেট্রোলিয়াম ও এর বাষ্পের সংস্পর্শে আগুন ধরে থাকতে পারে।</p> <p>(২) ট্যাংকলরীতে পেট্রোলিয়াম সরবরাহের সময় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার দ্বারা কার্যকরভাবে ট্যাংকলরীর ট্যাংকে/চেচিসের সাথে সংযোগ স্থান না করার কারণে অর্থাৎ আর্দিং সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার করনে আগুন ধরে থাকতে পারে।</p>	এবং ফিলিং শেড ও ৩টি ট্যাংকলরি আগুনে পুড়ে গেছে।
০২।	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ১৬/০১/২০ ১৯	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড থানার অন্তর্গত ফৌজদাহাটের সলিমপুর (আব্দুল্লাহ ঘাটা) নামক স্থানে তেলের ডিপো।	<p>ভস্মীভূত ট্যাংকের তলায় ফার্নেস অয়েল লোডিং আনলোডিংয়ের জন্য পাম্প সংযুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। ট্যাংকলরীর লোডিং পয়েন্টের পাশেই বিশাল আকৃতির ট্যাংকের মধ্যে পেট্রোলের সহিত কেরোসিন মিশ্রণের কাজ চলছিল। এমনসময় ট্যাংকলরীর সাথে সংযুক্ত পাম্প স্টার্ট বা চালু করার সাথে সাথে পাম্পের স্পার্কের সাথে পেট্রোল হতে উৎপন্ন বাষ্পের সংস্পর্শে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয়।</p>	<p>দুটি তেলের ডিপো পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ১০টি ঘর পুড়ে গেছে। নিটোল টাটার কারখানার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।</p>

<p>০৩। পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ২০/০২/২০ ১৯</p>	<p>ঢাকা মহানগরীর চকবাজারস্থ চুড়িহাটা জামে মসজিদ সংলগ্ন আসগর লেন, হায়দার বক্স লেন ও নবকুমার দত্ত লেনসহ ০৫টি রাস্তার সংযোগস্থল চুড়িহাটা মোড়ে।</p>	<p>ওয়াহেদ ম্যানশনের ২য় তলার কক্ষগুলিতে অসংখ্য বডি স্প্রে, পারফিউমের ক্যান জমা থাকায় লিকেজ বা সিপেজের কারণে বডি স্প্রে ও পারফিউমের দাহ্য বাষ্প উক্ত কক্ষে জমা হয়েছিল। পারফিউম বা বডি স্প্রে, এয়ার ফেশনার এর ক্যান হতে বিউটেন/আইসোবিউটেন/ রেকটিফাইট স্পিরিট কোনো কারণে নিঃসৃত হয়ে বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে 'বিস্ফোরক মিশ্রণ' তৈরী হয়। বাতাসে রেকটিফাইট স্পিরিট, আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, বিউটেন ইত্যাদির অনুপাত ১.৯%-৪% এর মধ্যে হলেই LEL (Lower Explosive Limit) এ বিস্ফোরণ মিশ্রণ তৈরীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পলিবেগ সিল মেশিনের কাজের সময় সৃষ্ট তাপে বা কোনা কারণে ইলেকট্রিক স্পার্ক উক্ত 'বিস্ফোরক মিশ্রণের' সংস্পর্শে এসে দোতলা ভবনে সকল পারফিউম, বডি স্প্রে এর ক্যানগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে, যা চুড়িহাটা মোড়ে প্রাইভেটকার, পিকআপভ্যান, যাতায়াতরত পথচারীদের উপরে পড়ে। ওয়াহিদ ম্যানশন ভবনের নিচতলায় প্লাস্টিকের</p>	<p>সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দুর্ঘটনার ৭১ জনের প্রাণহানী হয়েছে। হাসপাতালের বার্ণ ইউনিট হতে ০৩ জন চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং ০২ জন চিকিৎসা নিয়েছেন। দুর্ঘটনায় জীবনহানীসহ প্রায় ৭/টি টি ভবনের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।</p>
--	---	--	---

			<p>দানার গোড়াউনে অসংখ্য প্লাস্টিকের দানার (পলিইথিলিনের) গোড়াউন ছিল। জ্বলন্ত ক্যান বিস্ফোরিত হয়ে রাস্তার উপর ব্যাপকভাবে আগুন জ্বলতে থাকে। ফলে প্লাস্টিকের দানা (পলিইথিলিন) প্রথমে গলে যায় এবং আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। পলিইথিলিন এর দহন তাপ (Heat of Combustion) প্রায় ৪৬৫০০ Ki/Kg যার কারণে আগুনের তীব্রতা ও আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ার গতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুনে পলিইথিলিন দানা decompose করে কার্বন-মনো-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি বিষাক্ত (Toxic) গ্যাস তৈরী হয়। ফলে, বিস্ফোরন ও অগ্নিকান্ডের সময় চুড়িহাটা মোড়সহ ওয়াহিদ ম্যানশন ভবনের নিচতলায় প্যাসেজে ও অন্যান্য ভবনের নিচে বহু ব্যক্তি বিষক্রিয়ায়, অক্সিজেন স্বল্পতায় এবং শ্বাসনালী পুড়ে যাওয়া সহ প্রচন্ড আগুনের তাপে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।</p>	
০৪।	পেট্রোলিয়াম	চট্টগ্রাম জেলার	পাম্প রুমের নীচে সরু	০২জন শ্রমিক

	সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ১৫/৫/২০১ ৯	সীতাকুন্ড উপজেলাধীন বার আউলিয়া এলাকায় অবস্থিত প্রিমিয়াম ট্রেড কর্পোরেশন নামক ইয়ার্ডে।	পাইপটি পরিষ্কার ও গ্যাসমুক্ত ছিল না। কাটারম্যান পাইপটি কাটার সময় নিঃসৃত অক্সি- এসিটিলিন শিখার এবং পাইপে বিদ্যমান হাইড্রোকার্বন গ্যাস পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিয়ে অসাবধানতাবশত জাহাজটি কাটার সময় দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে।	নিহত ও ০৫ জন আহত
০৫।	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ১৮/৬/২০১ ৯	ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুর থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর এলাকায় পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন।	ট্যাংকলরীর হোস পাইপের সম্মুখভাগ লোহার তৈরী। ট্যাংকলরী হতে রিজার্ভার ট্যাংকে পেট্রোলিয়াম ভর্তি করার সময় রিজার্ভার ট্যাংকের ফিল পাইপ ও ডিপ পাইপ দিয়ে প্রচুর পেট্রোলিয়াম বাষ্প বের হতে থাকে। ট্যাংকলরীর হোস পাইপের লোহার তৈরী সম্মুখভাগ রিজার্ভার ট্যাংকের ফিল পাইপের মুখের কাছে আনলে ট্যাংকলরীতে জমাকৃত স্তির বিদ্যুৎ হতে স্ফুলিঙ্গ (Spark) সৃষ্টি হয়ে তরল পেট্রোলিয়াম বা উহার বাষ্পের সংস্পর্শে অগ্নিকান্ড ঘটাতে পারে অথবা ট্যাংকলরীর হোস পাইপের মাধ্যমে ট্যাংকে অকটেন সরবরাহ করার সময় হোস পাইপের লোহার তৈরী সম্মুখভাগ ফিল পাইপের মধ্যে সংযুক্তকালে নাড়াচাড়ায় ঘর্ষণের	তেল সরবরাহকারী ট্যাংকলরীটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। পেট্রোল পাম্পের রিজার্ভার ট্যাংকের ঢাকনাগুলো সামান্য পুড়ে কালচে হয়ে গিয়েছে। এছাড়া পেট্রোল পাম্পের মালিক পক্ষ হতে আহত বা নিহতের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

			ফলে স্ফুলিঙ্গ (Spark) সৃষ্টি হয়ে নির্গত বাষ্প হতে আগুন ধরেছে বলে প্রতীয়মান হয়। উক্ত আগুন ট্যাংকলরীর হোস পাইপের মাধ্যমে ট্যাংকলরীতে ছড়িয়ে পড়ে।	
০৬।	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ০৬/০৯/২০১৮	ব্রহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানাধীন বগডহর দক্ষিণ পাড়া আগলাহাটি নামক স্থানে বসত ঘর।	চুলা এবং এলপি গ্যাস সিলিন্ডার পাশাপাশি অবস্থানে থাকায় চুলার আগুনের উত্তাপে চুলার সাথে সংযুক্ত প্লাস্টিকের গ্যাসের পাইপ আগুনে পুড়ে যায়। পাইপের আগুন দ্রুত সিলিন্ডারের এলপি গ্যাসের সংস্পর্শে আসে। ফলে আগুনের তীব্রতা আরো বেড়ে যায় এবং ঘরের ভিতরের তারের উপরে বুলানো কাপড়- চোপড় থাকায় আগুন দ্রুত ঘরটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়।	দুর্ঘটনার ফলে একজন শিশু নিহত হয়।
০৭।	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ১৬/১১/২০১৮	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ধলপুর ১৪নং আউটফল কোয়ার্টারের নিকটে জনৈক মোঃ হারুন এর বাড়ী। গ্যাস সিলিন্ডার হতে নিঃসরণে গ্যাস জমে সৃষ্ট দুর্ঘটনা।	সিলিন্ডার ভাঙের ওরিং (ওয়াশার)টির কার্যকারিতা হারিয়ে ছিল। ফলে রেগুলেটরটিকে বায়ুনিরোধীভাবে আটকাতে সক্ষম ছিল না। রাতে চুলা বন্ধ করার পর রেগুলেটর বন্ধ না করায় রেগুলেটরের পাশ দিয়ে গ্যাস বের হচ্ছিল যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঘরে বসবাসকারী ব্যক্তি গ্যাসের গন্ধ বা গ্যাসের শো শো শব্দ শুনে সচেতন না হওয়ায় রাতে গ্যাস	দুর্ঘটনায় একজন শিশুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয় এবং ৬ (ছয়) জন গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন আছেন।

			<p>নির্গত হয়ে ঘরটি ভর্তি হয় এবং বাতাসের সাথে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরী করে। সকাল আনুমানিক ৮.০০-৮.৩০ ঘটিকায় ঘরে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ ইলেকট্রিক সুইচ অন করা অথবা কোন কারণে ম্যাচ জ্বালানোর সাথে সাথে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। সিলিভার, ভাল্ব ও রেগুলেটর অক্ষত ছিল।</p>	<p>দোতলার ঘরটি আসবাব পত্রসহ বিধ্বস্ত হয়েছে। দোতলার ভবনটির মূল কাঠামোসহ বিভিন্ন দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে।</p>
০৮।	<p>এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ৬/১১/২০১৮</p>	<p>ঢাকা মহানগরীর নবীনগর হাউজিং মোহাম্মদপুরের ১৩ নং রোডের ৬৬ নম্বর বাসা। গ্যাস সিলিভার হতে নিঃসৃত গ্যাস জমে সৃষ্ট দুর্ঘটনা।</p>	<p>সিলিভারের ভালেভর o-ring (ওয়াশার)টি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, যার কারণে রেগুলেটরটিকে বায়ুনিরোধীভাবে আটকাতে সক্ষম ছিল না। রাতে রান্না শেষ করার পর ভুলবশত রেগুলেটরের সুইচ বন্ধ না করায় গ্যাস (এলপিজি) বের হতে থাকে ও সারা ঘরে গ্যাস নির্গত হয়ে জমা থাকে এবং গ্যাস ও বাতাসের মিশ্রণ বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈর হয় উক্ত ঘরের লোক ভোরের দিকে গ্যাস নির্গত হওয়ার শব্দ শুনে বের হয়ে চুলার রেগুলেটরের সুইচ বন্ধ করার চেষ্টা বা বল প্রয়োগ করার সময় auto Stove থেকে বা অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক সুইচ অন করার ফলে স্পার্ক থেকে বিস্ফোরন সংঘটিত হয়। সিলিভার, ভাল্ব ও রেগুলেটর অক্ষত ছিল।</p>	<p>রুবেল নামে একজন অগ্নিদহ্ন অবস্থায় হাসপাতালে মারা যায়। তার স্ত্রী সাজনাকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। সে পরের দিন মারা যায়। ঘরের জানালা ভেঙ্গে যায়।</p>

<p>০৯। এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ২১/১১/২০ ১৮</p>	<p>ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধীন জামগড় চিত্রশাইল এ অবস্থিত বাড়ী নং ৪৫ এ দ্বি-তল পাকা ভবনের নিচতলার একটি কক্ষ।</p> <p>গ্যাস সিলিন্ডার হতে নিঃসৃত গ্যাস জমে সৃষ্ট দুর্ঘটনা।</p>	<p>সিলিন্ডার ভাঙে ভর ও-রিং (ওয়াশার) ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ফলে ত্রুটিপূর্ণ ও-রিং রেগুলেটরটিকে বায়ুনিরোধীভাবে আটকাতে সক্ষম ছিলনা। যার কারণে রেগুলেটরের পাশ দিয়ে গ্যাস বের হয়ে আবদ্ধ ঘরে জমা হয়। রাতে রান্নার পর শুধুমাত্র চুলার সুইচ বন্ধ করে রেগুলেটরের সুইচ বন্ধ না করায় এবং ও-রিং ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় রেগুলেটরের পাশ দিয়ে গ্যাস বের হয়ে আবদ্ধ ঘরের মধ্যে জমা হয়ে বাতাসের সাথে মিশে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরী করে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ছিল। ভোর ৬:০০ ঘটিকায় লাইজু বেগম রান্নার জন্য চুলা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। সিলিন্ডার, ভাল্ব ও রেগুলেটর অক্ষত ছিল।</p>	<p>গ্যাস হতে সৃষ্ট অগ্নি দুর্ঘটনায় লাইজু বেগম ও তার স্বামী রফিকুল ইসলাম অগ্নিদগ্ধ হন। বিস্ফোরণে লোহার দরজা বেঁকে গিয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র, লেপ-তোষক ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র আগুনে পুড়ে গেছে।</p>
<p>১০। এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ২৪/১১/২০ ১৮</p>	<p>ঢাকা জেলার কামরাঙ্গীরচর থানাধীন মুসলিমবাগ পারভেজ কন্ট্রাকটরের বাড়ি নং ৯ এর একতলা পাকা ভবনের একটি কক্ষ।</p>	<p>সিলিন্ডার ভাঙে ভর ও-রিং (ওয়াশার) টি ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে ত্রুটিপূর্ণ ও-রিং রেগুলেটরটিকে বায়ুনিরোধীভাবে আটকাতে সক্ষম ছিলনা। যার কারণে রেগুলেটরের পাশ দিয়ে গ্যাস বের হচ্ছিল। সকালের রান্নার পর রেগুলেটরের সুইচ বন্ধ না</p>	<p>দুর্ঘটনায় ঘরের ভাড়াটিয়া রহিমার বোন (নাম জানা যায়নি) এবং পার্শ্ববর্তী চারজন ভাড়াটিয়াসহ মোট ০৫ জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে ০৩ জন ঢাকা</p>

		<p>গ্যাস সিলিভার হতে নিঃসৃত গ্যাস জমে সৃষ্ট দুর্ঘটনা।</p>	<p>করে শুধুমাত্র চুলার সুইচ বন্ধ করে উক্ত ঘরের লোকজন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। রেগুলেটরের সুইচ বন্ধ না করায় এবং ও-রিং ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় রেগুলেটরের পাশ দিয়ে গ্যাস বের হয়ে আবদ্ধ ঘরের মধ্যে জমা হয়। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় গ্যাস বের হয়ে ক্রমান্বয়ে ঘরের মধ্যে জমা হয়ে বাতাসের সাথে মিশে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরী করে। দুপুর ১:০০ টার দিকে রহিমার বোন (নাম জানা যায়নি) ঘরের দরজা খোলার সাথে সাথেই আবদ্ধ ঘরে জমাকৃত গ্যাস ঘরের বাইরে করিডোরে অবস্থিত জ্বলন্ত লাকড়ীর চুলা ও সিলিভারের চুলার আগুনের সংস্পর্শে আসা মাত্রই উক্ত বিস্ফোরণজনিত অগ্নিদুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। সিলিভার, ভাল্ব ও রেগুলেটর অক্ষত ছিল।</p>	<p>মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে ভর্তি আছে। বিস্ফোরণে ঘরের দরজা ও ইটের দেওয়াল ভেঙ্গে গিয়েছে।</p>
১১।	<p>এলপিভি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ০১/১২/২০ ১৮</p>	<p>ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধীন বাইপাইল এস এ পরিবহন গলি পশ্চিমপাড়া তে অবস্থিত নির্মাণাধীন একতলা পাকা ভবনের একটি</p>	<p>সিলিভারের সাথে সংযুক্ত ভাল্বের গোড়া থেকে স্বল্প পরিমাণে গ্যাস বের হচ্ছিল। সারারাত ক্রমাগত গ্যাস বের হয়ে উক্ত ঘরে জমা হয়। জমাকৃত গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরী করে। ঘরের দরজা-</p>	<p>দুর্ঘটনায় ভাড়াটিয়া আকরাম হোসেন (৩৫) তার স্ত্রী লাভলী আক্তার (২৮) এবং তাদের একমাত্র সন্তান আশিক</p>

		<p>কক্ষ।</p> <p>গ্যাস সিলিন্ডার হতে নিঃসৃত গ্যাস জমে সৃষ্ট দুর্ঘটনা।</p>	<p>জানালা বন্ধ থাকায় গ্যাস ঘরের বাইরে বের হতে পারেনি। ঘটনার দিন ভোর ৫:০০ টার দিকে লাভলী আক্তার রান্নার জন্য ম্যাচের কাঠি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণজনিত অগ্নিদুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। সিলিন্ডার, ভাল্ব ও রেগুলেটর অক্ষত ছিল।</p>	<p>(৮) অগ্নিদগ্ধ হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর আকরাম মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়। বিস্ফোরণে ঘরের দরজা, খাট ও ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। জানালার কাঁচ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ঘরের সামনে অবস্থিত মিনিস্টার ফ্রিজের শো-রুম সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধ হয় এবং অধিকাংশ ফ্রিজ ও অন্যান্য ইলেকট্রিক মালামাল পুড়ে যায়।</p>
১২।	<p>এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা</p> <p>২৫/০১/২০</p> <p>১৯</p>	<p>নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন হবোকালী ইউনিয়নের পাজারখালী বাজারের পার্শ্ব সাধুখালী গ্রামের</p>	<p>চুলা ও সিলিন্ডার কাছাকাছি থাকায় চুলার সুইচ অন করার ফলে প্রথম দফায় রেগুলেটরে আগুন ধরে যায়। প্রথম দফায় আগুন নিভানোর পর রান্নাঘরের কোন অংশে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থাকায় সিলিন্ডারের রেগুলেটর</p>	<p>তিনজন অগ্নিদগ্ধ হয়। তিনজনেরই হাটুর নীচ থেকে দগ্ধ হয়েছে এবং মুখ ও হাতের কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে।</p>

		<p>একটি বাড়ীর রান্নাঘর। সিলিভার ও চুলা ঘরের মেঝেতে একই সমতলে খুব কাছাকাছি অবস্থানে ছিল।</p> <p>আরএফএলের অটো চুলা জ্বালানোর অল্প কিছুক্ষণ পরে সিলিভারের রেগুলেটরের নীচে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। বালি দিয়ে চুলার আগুন ও সিলিভারের আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। তখনও কেউ অগ্নিদগ্ধ হয়নি। কিছুক্ষণ পর চুলা ও সিলিভার সরাতে গিয়ে উক্ত কক্ষে থাকা তিনজন অগ্নিদগ্ধ হন।</p>	<p>ও চুলার সুইচ বন্ধ না করায় দাহ্য গ্যাস বেরিয়ে পুনরায় আগুন ধরে যায়।</p> <p>অর্থাৎ সিলিভারের O Ring খারাপ থাকার কারণেই উক্ত দুর্ঘটনা কারণ বলে মনে করা হয়।</p>	
১৩।	<p>এলপিগি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা</p> <p>১৯/০২/২০</p> <p>১৯</p>	<p>খাগড়াছড়ি জেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ খবং পুড়িয়া এলাকায় অবস্থিত দুইরুম/কক্ষ বিশিষ্ট একতলা ভবনে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। বিস্ফোরণের</p>	<p>উক্ত একতলা ভবনে মেসার্স ক্যান্টন এন্টারপ্রাইজ এর মালিক ও তার সহযোগি কর্তৃক বিপদজ্জনক ভাবে বিভিন্ন কোম্পানির ৪৫/৩৫/৩৩ কেজির (বড়) এলপি গ্যাসপূর্ণ সিলিভার হতে ১২ কেজির (ছোট) সিলিভারে গ্যাস</p>	<p>বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনার ফলে ভবনের প্রায় সমস্ত অংশই বিধ্বস্ত হয় এবং সাতজন লোক অগ্নিদগ্ধ হয়। অগ্নিদগ্ধে</p>

		ফলে ভবনের প্রথম কক্ষের সমস্ত দরজা, জানালা, দেয়াল বিধ্বস্ত/ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয় কক্ষের দরজা এবং দুটি দেয়াল বিস্ফোরনে বিধ্বস্ত/ ভেঙ্গে যায়। বিস্ফোরণের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী ঘর, স্থাপনার দেয়াল এবং রাস্তার পার্শ্বে স্থাপিত টিউবওয়েলের উপরের অংশ ভেঙ্গে যায়। বিস্ফোরণের ফলে ভবনের ছাদে ফাটল দেখা যায়।	ভর্তি/রিফিল করার সময় দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়।	আহতদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজন মৃত্যুবরণ করেন।
১৪।	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ০৫/০৩/২ ০১৯	বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহরের নিকটবর্তী নিশিন্দারা এলাকায় মা ভিলা নামক একতলা আবাসিক ভবন। বাজার থেকে এলপিজি সিলিন্ডার ক্রয় করে চুলার সঙ্গে সংযুক্ত রেগুলেটরে আটকানোর পর	সিলিন্ডার সংযুক্ত রেগুলেটরের নজেলের ক্রটির কারণে গ্যাস লিকেজ হয়ে অটোগ্যাস চুলা অন করার সাথে সাথে আগুন ধরে যায়।	অগ্নিকাণ্ডে রান্নাঘরের যাবতীয় ক্রোকারিজ, আসবাবপত্র আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে। রান্নার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি মোছা: সালেহা বেগম অগ্নিকাণ্ডে গুরুতরভাবে দগ্ন হন।

		আরএফএল কোম্পানীল অটোগ্যাস চুলার সুইচ অন করার কিছুক্ষন পর হঠাৎ বিকট শব্দে আগুন ধরে যায়		
১৫।	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ২২/০৫/২০ ১৯	গাজীপুর জেলার বাসন থানাধীন ইসলামপুর কডডা নামক স্থানে শরিফ মার্কেটের ভিতরে সারি বন্ধভাবে নির্মিত সেমিপাকা একটি কলনীর একটি কক্ষ। দুর্ঘটনায় সংঘটিত কক্ষটিতে ছোট একটি জানালা ব্যতীত অপরিষ্কার বায়ু চলাচল ব্যবস্থা। উক্ত কক্ষটিতে স্বামী স্ত্রীসহ দুই বাচ্চা নিয়ে বসবাস করত। ছোট কক্ষটির দরজার সন্নিকটে এলপিজি সিলিন্ডার রেখে চুলার সাথে ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ করে রাখা করা হতো।	চুলা ব্যবহারের পর রেগুলেটর যথাযথভাবে বন্ধ করা হয়নি। অথবা এলপিজি সিলিন্ডার এবং চুলা সংযোগকারী পাইপের সংযোগ স্থল হতে এলপি গ্যাস লিক হয়ে আবদ্ধ ঘরের মেঝের সন্নিকটে জমা হয়ে বাতাসের সংমিশ্রণে বিস্ফোরক মিশ্রণ সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্ট বিস্ফোরক মিশ্রণে অগ্নি স্পর্শে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে।	দুর্ঘটনায় একই পরিবারে চার জনের প্রানহানী ঘটে। দুর্ঘটনা কবলিত কক্ষটির সব আসবাবপত্র পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায় এবং দুই পাশের দুইটি কক্ষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

		<p>২২/৫/২০১৯ তারিখ আনুমানিক রাত ১০টায় উক্ত ক্ষেত্রে বিকট শব্দে আগুনের স্ফুলিঙ্গসহ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ কালে বসবাসরত পরিবারে চারজনই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। চুলা ব্যবহারের পর রেগুলেটর যথাযথভাবে বন্ধ করা হয়নি। অথবা এলপিগিজি সিলিন্ডার এবং চুলা সংযোগকারী পাইপের সংযোগ স্থল হোতে এলপি গ্যাস লিক হয়ে আবদ্ধ ঘরের মেঝের সন্নিহিত জমা হয়ে বাতাসের সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক মিশ্রণ সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্ট বিস্ফোরক মিশ্রণে অগ্নি স্পর্শে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে।</p>		
১৬।	এলপিগিজি	খুলনা মহানগরীর	অবৈজ্ঞানিক ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে	ঘটনাস্থানে

	ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডার দুর্ঘটনা ২৫/০৩/২ ০১৮	লবনচরা থানাধীন বাগমারা প্রত্যশা আবাসিক এলাকা।	নির্মিত সিলিন্ডারের মধ্যে কেমিক্যাল মিশ্রণ ঘটিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের সময় অত্যাধিক চাপে সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হয়েছে।	হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনকারী নিহত হন এবং দুইজন আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হয়।
১৭।	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডার দুর্ঘটনা ২৮/০৩/২০ ৮	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন মাদামবিবিরহাটে খাজা শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড।	প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করে অসাবধানতাবশতঃ ট্যাংকটি কাটার সময় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।	দুর্ঘটনার ফলে একজন শ্রমিক নিহত হয়।
১৮।	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডার দুর্ঘটনা ০৪/০৬/২০ ১৮	ফেণী জেলার সদর থানাধীন ফেণী ট্রান্স রোডের কেন্দ্রীয় বড় মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে একটি হার্ডওয়্যার দোকান।	গ্যাসের চুলায় ঝুটি/গ্যাসের চুলার পাইপে ছিদ্র থাকার कारणे অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়।	অগ্নি-দুর্ঘটনার ফলে দোকানে থাকা সমস্ত মালামাল অগ্নিকান্ডে ভস্মিভূত হয় এবং একজন লোক নিহত হয়।
১৯।	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডার দুর্ঘটনা ১৫/০৮/২০ ১৮	চট্টগ্রাম জেলার ইপিজেড থানার অন্তর্গত ইপিজেড রেল গেইট এলাকায় মুক্তার কলোনী। বৈদুতিক শর্ট সার্কিট হতে	অগ্নি-দুর্ঘটনা সংঘটিত এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং সম্মুখে চায়ের দোকান/ভাঙ্গারী দোকান, গার্মেন্টেসের জুট কাপড়ের গুদাম এবং একই সাথে পিছনে লোকজন বসবাস করত। বৈদুতিক শর্ট সার্কিট হতে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা	অগ্নিকান্ডে ১১৭ টি কাচা দোকান ও ঘর পুড়ে যায়। কোনো লোক হতাহত হয়নি।

		অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে।	ও গার্মেন্টেসের জুট কাপড় থাকায় আগুন দ্রুতগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত দোকান ও কাচাঘর পুড়ে যায়।	
২০।	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিভার দুর্ঘটনা ১৬/০৮/২০ ১৮	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন খাদিমপাড়াতে অবস্থিত এসোসিয়েটেড অক্সিজেন লিমিটেড নামক প্লান্ট। অক্সিজেন সিলিভার ভর্তি করার সময় সিলিভার বিস্ফোরিত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।	অক্সিজেন ফিলিং প্ল্যান্টে সাধারণত নন-স্যাভার্ড সিলিভারে (পূর্ব ইতিহাস জানা নাই এমন সিলিভার) গ্যাস ভর্তি করা হয়। উক্ত সিলিভারগুলো প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর উদস্থিতি পরীক্ষণসহ অন্যান্য পরীক্ষণকার্য সম্পাদন করে প্রতিটি সিলিভারের জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করত: প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের বিধান রয়েছে। কিন্তু তদন্তকালে প্ল্যান্টে মজুদকৃত সিলিভারগুলি পরীক্ষণের কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায়নি এবং সিলিভারগুলো সর্বশেষ কত সালে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়নি। সিলিভারে গ্যাস ভর্তির পূর্বে উক্ত বিধি-বিধান পরিপালন না করে গ্যাস ভর্তি করা হয়। ফলে ত্রুটিযুক্ত সিলিভারে গ্যাস ভর্তিকালে পূরণচাপের অধিক চাপ সহ্য করতে না পারায় গ্যাস সিলিভারটি বিস্ফোরিত হয়েছে।	দুর্ঘটনার ফলে একজন ফিলিং ম্যান নিহত হয়।
২১।	এলপিজি ব্যতীত	কক্সবাজার উখিয়া থানাধীন কুতুপালং	পরিত্যক্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী সিলিভার	দুর্ঘটনায় শিশু সহ ১৪ জন

	<p>অন্যান্য সিলিভার দুর্ঘটনা</p> <p>১৭/১১/২০ ১৮</p>	<p>ক্যাম্পের তুর্কিপাহাড় নামক স্থান।</p> <p>১৭/১১/২০১৮ তারিখে সকাল ৭ঘটিয়া কক্সবাজার উখিয়া থানাধীন কুতুপালং ক্যাম্পের তুর্কিপাহাড় নামক স্থানে বেলুনে গ্যাস ভর্তি করার সময় গ্যাস সিলিভার বিস্ফোরিত হয়ে শিশুসহ ১৪ জন আহত হয়।</p>	<p>হাইড্রোজেন তৈরীর রি-অ্যাক্টর এ রূপান্তর করে কস্টিক সোডা এর জলীয় দ্রবণের সাথে অ্যালুমিনিয়াম টুকরা মিশ্রিত টুকরা মিশ্রিত করে সিলিভারে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে বেলুনে ভর্তি করতেন। হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্নের এ প্রক্রিয়াটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া। বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের সাথে সাথে প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন হয়। অধিকন্তু কস্টিক সোডা সিলিভার ক্ষয়কারী বিকারক যা সিলিভারের পুরাত্ন ক্ষয় করে এবং সিলিভারের চাপসহন ক্ষমতা হ্রাস করে। সিলিভারের মধ্যে উৎপাদিত হাইড্রোজেন গ্যাসের অনুসমূহের গতি শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সিলিভারের গায়ে প্রচন্ড পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয়। সিলিভারের চাপ সহনীয় মাত্রা একসময় অতিক্রম করায় সিলিভার বিস্ফোরিত হয়।</p>	<p>আহত হয়।</p>
২২।	<p>এলপিভি ব্যতীত অন্যান্য সিলিভার দুর্ঘটনা</p> <p>২৫/০১/২০ ১৯</p>	<p>ঢাকা মহানগরীর মিরপুর থানাধীন মিরপুর ১ নং এ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাংগণ। বর্ণনা: ঘটনার দিন</p>	<p>হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের জন্য সিলিভারের মধ্যে জলীয় NaOH এর সাথে অ্যালুমিনিয়াম এর টুকরা মিশ্রিত করা হয়। এটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বিধায় প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্নের সাথে সাথে প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন</p>	<p>দুর্ঘটনার সিলিভার গ্যাস ভর্তিকারী মারা যান এবং স্কুলের একজন শিক্ষার্থী আহত হয়।</p>

		<p>ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলাকালে সকাল ৮.০০ টায় কলেজ মাঠে অস্থায়ি মঞ্চে ভ্যানে রক্ষিত দুটি সিলিভারের মধ্যে একটি থেকে বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি করে বিক্রি করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বেলুন ফোলানোর জন্য ব্যবহৃত সিলিভারটি বিস্ফোরিত হয়।</p>	<p>তাপে সিলিভারে উৎপাদিত হাইড্রোজেন গ্যাসের অনুসমূহের গতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে সিলিভারের গায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। যে সিলিভারটি গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছিল তা একটি এলপিজি সিলিভার। এলপিজি সিলিভার লো-প্রসার সিলিভার। এতে সাধারণত ২৪০ পিএসআই প্রেসারে গ্যাস থাকে। এই সিলিভারে তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় অধিক তাপ ও চাপ প্রয়োগের ফলে সিলিভারের চাপ সহনীয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সিলিভারটি বিস্ফোরিত হয়।</p>	
২৩।	<p>এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিভার দুর্ঘটনা ১৮/২/২০১৯</p>	<p>চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন শীতলপুর এলাকায় অবস্থিত সাগরিকা শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড। জাহাজটির ইঞ্জিন রুম ও পাম্প রুম সংলগ্ন পাম্প রুমের নীচে সরু পাইপ কাটার সময় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়।</p>	<p>পাম্প রুমের নীচে সরু পাইপ কাটার সময় অক্সি-এসিটিলিন শিখার এবং পাইপে বিদ্যমান হাইড্রোকার্বন গ্যাস পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিয়ে অসাবধানতাবশত জাহাজটি কাটার সময় দুর্ঘটনা ঘটে।</p>	<p>০২ জন শ্রমিক নিহত ও ০১ জন আহত।</p>
২৪।	এলপিজি	চট্টগ্রাম জেলার	অক্সিজেন ফিলিং প্লান্টে	দুর্ঘটনার ফলে

	ব্যতীত অন্যান্য সিলিভার দুর্ঘটনা ১৬/৪/২০১ ৯	খুলশী থানাধীন নাসিরাবাগ শিল্প এলাকায় সিরাজ আনো অক্সিজেন লিমিটেড এর প্লান্ট। ভোর ৬.০০টায় অক্সিজেন সিলিভার ফিলিং করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে সিলিভার বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনাটি ঘটে।	সাধারণত নন-স্ট্যান্ডার্ড সিলিভারে গ্যাস ভর্তি করা হয়। সিলিভারে গ্যাস ভর্তির পূর্বে বিধিবিধান পরিপালন না করে গ্যাস ভর্তি করা হয় বলে প্রতীয়মান হয়। ত্রুটিযুক্ত সিলিভারে গ্যাস ভর্তিকালে পূরণ চাপের অধিক চাপ সহ্য করতে না পারায় গ্যাস সিলিভার বিস্ফোরিত হয়।	দুইজন ফিলিং ম্যান নিহত হয়। একজন ফিলিং ম্যান আহত হয়।
২৫।	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিভার দুর্ঘটনা ২২/৪/২০১ ৯	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার সাওয়াঘাট এলাকায় একটি তিন তলা ভবন। ২২/৪/২০১৯ তারিখ রাত ৩.০০টায় হঠাৎ বিকট শব্দে ৩ তলা ভবনের নীচ তলা বিস্ফোরিত হয়। সমস্ত দেয়াল ভেঙ্গে যায় এবং তিন জন নিহত হয়।	দুর্ঘটনা কবলিত ভবনে গ্যাস লাইন সংযোগ ছিলো। আবদ্ধ ঘরে গ্যাস নির্গমণ হয়ে জমা হয়। পরবর্তীতে ভবনের নীচ তলায় বসবাসরত কোন একজনের জ্বালানো আগুনের সংস্পর্শে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।	দুর্ঘটনায় ৩জন নিহত, ৩ জন গুরুতর আহত হয়। উক্ত ভবনের নিচ তলাতে সমস্ত দেয়াল ভেঙ্গে যায়।
২৬।	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিভার দুর্ঘটনা	কলশী দিঘীরপাড় এলাকা, হালিশহর বন্দর থানা, জেলা : চট্টগ্রাম।	দুর্ঘটনা কবলিত ভবনে গ্যাস লাইন সংযোগ ছিলো। আবদ্ধ ঘরে গ্যাস নির্গমণ হয়ে জমা হয়। পরবর্তীতে ভবনের নীচ তলায় বসবাসরত কোন একজনের জ্বালানো আগুনের	দুর্ঘটনায় ৩জন নিহত, ৩ জন গুরুতর আহত হয়। উক্ত ভবনের নিচ তলাতে সমস্ত

	১৪/৭/২০১৯		সংস্পর্শে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।	দেয়াল ভেঙ্গে যায়।
২৭।	সিএনজি সিলিভার বিস্ফোরণজনিত অগ্নি-দুর্ঘটনা EKC International FZE, Dubai. কোম্পানীর তৈরীকৃত সিলিভার ১৭/০৭/২০১৮	টাঙ্গাইল জেলার সদর থানাধীন সরকারি কুমুদিনী কলেজের সামনে।	মাইক্রোবাসের চালক দ্রুত গতিতে মাইক্রোবাস চালিয়ে রাস্তায় স্থাপিত স্পীড ব্রেকার অতিক্রমের ফলে গাড়ীর পিছনের চাকা স্পীড ব্রেকারের সাথে সজোরে ধাক্কা লাগে এবং ৪৫ ফুট দূরে রাস্তায় স্থাপিত অপর একটি কালভার্ট অতিক্রমের ফলে পুনরায় বাসের পিছনের চাকায় ধাক্কা লাগে। পরপর দুইবার মাইক্রোবাসের চাকায় সজোরে ধাক্কা লাগায় সিলিভারটিতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে এবং সিলিভারটি বিস্ফোরিত হয়।	অপহরন মামলার ভিকটিমসহ ০৩ (তিন) জন নিহত হন। দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাসের পিছনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়।
২৮।	সিএনজি গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা ১২/০২/২০১৯	চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলাধীন নিজামপুর সরকারী কলেজ গেটের সম্মুখে।	কাভার্ড ভ্যান (ঢাকা মেট্রো চ-১৫২০৩৫) ও মাইক্রোবাসের মধ্যকার সংঘর্ষের ফলে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। ইঞ্জিনের সাথে সিএনজি সিলিভার যুক্ত পাইপটি সংঘর্ষের ফলে ফেটে যায় এবং সিএনজি গ্যাস বেরিয়ে এসে আগুনের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। সিএনজি সিলিভার বিস্ফোরিত হয়নি।	দুর্ঘটনায় ০৩ জন নিহত, ০২ জন আহত এবং ০১ টি মাইক্রোবাস পুড়ে ভস্মীভূত হয়।
২৯।	গাড়ীর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে	চট্টগ্রাম জেলার সদর থানাধীন লালখান বাজারে ম্যাজিস্ট্রেট	যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাইক্রোবাসটিতে (নিবন্ধন নং চট্ট মেট্রো চ-১১-১১৭৫) অগ্নিকান্ডের সূচনা হয়। তবে	দুর্ঘটনায় সৃষ্ট অগ্নিকান্ডে মাইক্রোবাসটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত

	সংঘটিত অগ্নি দুর্ঘটনা। ১৭/০৪/২০ ১৯	কলোনীর সম্মুখে।	সিএনজি সিলিভার বিস্ফোরণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।	হয়।
৩০।	গাড়ীর ইঞ্জিন ক্রটির কারণ অথবা সিএনজি সিলিভার হতে গ্যাস লিকেজজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনা ২৫/০৬/২ ০১৯	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন পটিয়া ট্রেনিং সেন্টারের সম্মুখে।	গাড়ীর ইঞ্জিন ক্রটির কারণে অথবা মাইক্রোবাসের সিএনজি সিলিভারের সাথে গ্যাস সংযোগ পাইপের কোনো অংশ লিকেজের কারণে গ্যাস বের হয়ে গাড়ীর সম্মুখ ভাগে জমা হয়। ড্রাইভার অথবা সামনের সীটে অবস্থানরত যাত্রীদের কেউ সিগারেট জ্বালালে জমাটবাধা গ্যাস আগুনের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরিত হয় এবং দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে সিএনজি সিলিভার বিস্ফোরণ ঘটেনি।	দুর্ঘটনায় ১৫ জন আহত হন যার মধ্যে ০৪ জন অগ্নিদগ্ধ হয়।
১।	পাইপলাইন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ১০/০৬/২০ ১৯	ঢাকা মহানগরের কদমতলী থানাধীন শনির আখড়া নামক স্থানে অবস্থিত আর এস টাওয়ারের ২য় ও ৩য় তলাতে বিস্ফোরণটি ঘটে। আনুমানিক সকাল ৯.১৫ মিনিটে বিকট শব্দে ভবনটি কেপে উঠে এবং	আর এস টাওয়ারের পাশের রাস্তার নিচে পানির ড্রেন ছিল। ড্রেনের পারনর নিচে তিতাস গ্যাসের পাইপ লাইন ছিল। সম্প্রতি আর এস টাওয়ারের পাশের রাস্তা নির্মাণের সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আঘাতে গ্যাসের পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। টেপ দ্বারা মুড়িয়ে গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ বন্ধ করে রাস্তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল বলে এলাকাবাসি	ব্যাংকের ২য় ও ৩য় তলায় সমস্ত গ্লাস ভেংগে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেয়াল ভেংগে যায়। একজন পথচারি নিহত হন এবং তিনজন আহত হন। এছাড়া পাশের বিল্ডিং এর কয়েকটি জায়গায় গ্লাস

		<p>বিস্ফোরণটি ঘটে। টাওয়ারের দড়জা জানালা ভেংগে গেছে।</p>	<p>অভিযোগ করে। পরবর্তীতে সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দিয়ে গ্যাস বের হয়। লিকেজ হওয়া গ্যাস পানির ড্রেন হতে এক্সিম ব্যাংকের সোয়ারেজ লাইনের মাধ্যমে বাথরুম হয়ে এক্সিম ব্যাংকে জমা হয়েছিল। ব্যাংকে এসির ব্যবস্থা থাকায় ব্যাংকের সমস্ত দরজা জানালা আটকানো ছিল। ঈদের ছুটি থাকায় ব্যাংক কয়েকদিন বন্ধ ছিল। ফলে সোয়ারেজ লাইন থেকে আসা গ্যাস ব্যাংক থেকে বের হতে পারেনি। ব্যাংকের ভিতরে গ্যাস বাতাসের সাথে মিশে বিস্ফোরক তৈরী করে। ঘটনার দিন সকাল ৯.১৫ মিনিটে ইলেকট্রিক্যাল লাইনের স্পার্কের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটে বলে প্রতীয়মান হয়।</p>	<p>ভেংগে যায়।</p>
--	--	---	--	--------------------

১৮। বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ:

জ্বালানি সেক্টর সংশ্লিষ্ট মোট ১২৪ টি সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

১৯। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

(ক) **দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন:** এলপিগি সিলিভার নিরাপদে ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দৈনিক ইত্তেফাক, আমাদের সময়, নতুন সময়, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, যুগান্তর, বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

(খ) **বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রলিং-এ প্রচার:** এলপিগি সিলিভার নিরাপদে ব্যবহার সম্পর্কিত বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সতর্কবাণী একাত্তর টিভি, চ্যানেল

আই, ইনডেপেনডেন্ট, নিউজ-২৪, সময় টিভি, জিটিভি, মোহনা টিভি, আরটিভি, যমুনা টিভি, মাই টিভি এর স্ক্রলিং-এ প্রচার করা হয়েছে ।

(গ) লিফলেট, স্টিকার, পোস্টার বিতরণ: এলপিজি সিলিভার নিরাপদে ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এলপিজি অপারেটরস এসোসিয়েশনস অব বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানির সহায়তায় বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন, লঞ্চঘাট, মসজিদ, স্কুল ও কলেজে এবং কুড়িল বিশ্বরোড বস্তি এলাকা, মোহাম্মদপুর বস্তি এলাকা, যাত্রাবাড়ি বস্তি এলাকা, মিরপুর বস্তি এলাকা, বাড্ডা, দক্ষিণ বনশ্রী এলাকা, উত্তরা, দক্ষিণ খান এলাকা, কেরানীগঞ্জের নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাসের এলাকা, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের মাঝে লিফলেট, স্টিকার, পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে (সংলাগ-ক)।



০৬/৮/২০১৯

(মোঃ সামসুল আলম)

প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বিদ্যা, জ্ঞানসি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
 জ্ঞানসি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 বিকেন্দ্রিক পরিদপ্তর
 লেখনবাগিচা, ঢাকা-১০০০১
 ফোন: ৯৯৬৩৫৩০০০,৯৯৬৩৫৩০১

এলপিবি শিলিভার ব্যবহারে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এলপিবি শিলিভার ব্যবহারে সম্পর্কে অসতর্কতা কারণে বিভিন্ন স্থানে কিছু প্রাথমিক ব্যবহারকারী অগ্নি দুর্ঘটনা ও গ্যাস বিকেন্দ্রনের সম্মুখীন হয়েছেন। এলপিবি শিলিভার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যান্না পেনে ব্রেজলটের সূঁচ অস রাখলে গ্যাস লিক হয়ে হয়ে অগ্নি হতে পারে। এলপি গ্যাস বাতাল থেকে অগ্নি হলে কোন লিক বা অগ্নিচালের সূঁচের কারণে শিলিভার গ্যাস অগ্নির সেক্ষেত্রে অগ্নি হতে পারে। এ অগ্নির গ্যাসপূর্ণ হয়ে অগ্নি জ্বালালে বা সম্পর্ক করলে বিকেন্দ্রন ঘটতে পারে। শিলিভার আওলে বা অন্যভাবে গরম হলে অগ্নি এলপিবি স্লক গ্যাসে অগ্নিচালিত হয়ে অসতর্কিত হাশ সূঁচের অসে শিলিভার বিকেন্দ্রিত হতে পারে। শিলিভার কাঁচ করে রাখলে বা হুলায় উপরে রাখলে অগ্নিচাল অগ্নিচাল বা বিকেন্দ্রন ঘটতে পারে। এসবজন্যই, এলপিবি শিলিভার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্কসতর্করণকে শিলিভারিত সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুপ্রোধ করা যাচ্ছে।

- ★ রত্না পেনে হুলা ও এলপিবি শিলিভারের ব্রেজলটের সূঁচ অস রাখি বন্ধ করুন;
- ★ শিলিভার কোনভাবেই হুলায়/গাভলের গাশে রাখবেন না, এতে বিকেন্দ্রন ঘটতে পারে;
- ★ হুলা হতে যথেষ্ট দূরে বায়ু স্রাব করুন এমন স্থানে এলপিবি শিলিভার রাখুন।
- ★ এলপিবি শিলিভার ঋতুভায়ে রাখুন, কখনই উপরে বা কাঁচ করে রাখবেন না;
- ★ হুলা শিলিভার থেকে নিচুতে রাখবেন না, কখনকে ৬ ইঞ্চি উপরে রাখুন;
- ★ গ্যাসের গন্ধ পেনে আসলে কঠি জ্বালাবেন না, ইমেনডিক সূঁচ এক সেকেন্ড কোন অস বা অস করবেন না;
- ★ অসে গ্যাসের গন্ধ পেনে হুলায় অসপাশ খুলে লি এবং এলপিবি শিলিভারের ব্রেজলটের বন্ধ করুন;
- ★ অতিরিক্ত গ্যাস সের করুন অস এলপিবি শিলিভারে হাশ লিবেন যা;
- ★ রত্নাভারের উপরে ও সীচে জেটিবোঁস রাখুন;
- ★ রত্না অস করার অসবাঁচা অসে রত্নাভারের সতর্ক অসপাশ খুলে লি;
- ★ শিলিভারের অসের সাবে সাক্ষ্যপূর্ণ ব্রেজলটের সতর্ক করুন।

প্রচারণা বিকেন্দ্রিক পরিদপ্তর, জ্ঞানসি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
 লেখনবাগিচা
 অসের সেক্ষেত্রে অসেই জেটিবোঁস লি

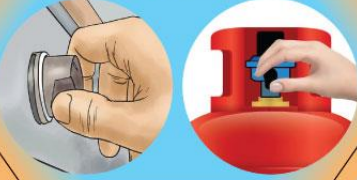
(৯" X ৬ কলাস)



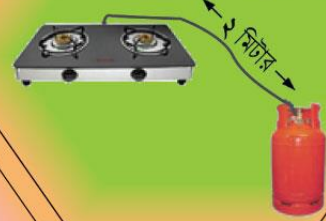
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
website: www.explosives.gov.bd

এলপিগি সিলিন্ডার নিরাপদ ব্যবহারে করণীয়

রান্না শেষে চুলা ও এলপিগি সিলিন্ডারের রেগুলেটরের সুইচ অবশ্যই বন্ধ করুন;



চুলা হতে যথেষ্ট দূরে বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে এলপিগি সিলিন্ডার রাখুন;



সিলিন্ডার কোনভাবেই চুলার/আগুনের পাশে রাখবেন না, এতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে;



এলপিগি সিলিন্ডার খাড়াভাবে রাখুন, কখনই উপুড় বা কাত করে রাখবেন না;



গ্যাসের গন্ধ পেলে ম্যাচের কাঠি জ্বালাবেন না, ইলেকট্রিক সুইচ এবং মোবাইল ফোন অন বা অফ করবেন না;



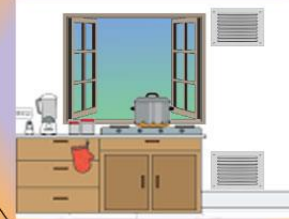
চুলা সিলিন্ডার থেকে নিচুতে রাখবেন না, কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি উপরে রাখুন;



ঘরে গ্যাসের গন্ধ পেলে দ্রুত দরজা-জানালা খুলে দিন এবং এলপিগি সিলিন্ডারের রেগুলেটর বন্ধ করুন;



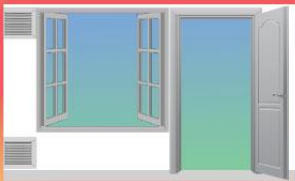
রান্নাঘরের উপরে ও নীচে ভেন্টিলেটর রাখুন;



অতিরিক্ত গ্যাস বের করার জন্য এলপিগি সিলিন্ডারে তাপ দিবেন না;



রান্না শুরু করার আধাঘন্টা আগে রান্নাঘরের দরজা জানালা খুলে দিন;



সিলিন্ডারের ভাঙ্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেগুলেটর ব্যবহার করুন।



প্রচারেঃ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

সৌজন্যেঃ এলপিগি অপারেটর্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ



নিরাপদ সিলিডার
নিরাপদ পরিবার

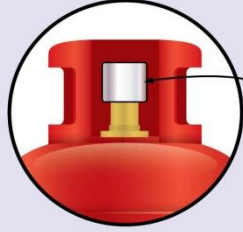
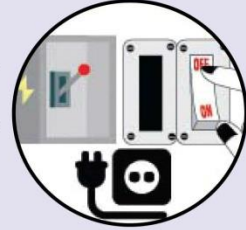


সিলিডার থেকে গ্যাস নির্গত হলে করণীয়



রেগুলেটর দ্রুত বন্ধ করে দিন

ইলেকট্রিক সামগ্রি বন্ধ বা
চালু করবেন না



গ্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে
সেফটি ক্যাপ লাগিয়ে দিন

দরজা / জানালা খুলে দিন



সকল খোলা আগুন নিভিয়ে ফেলুন

গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর অথবা
ফায়ার সার্ভিস অফিসে ফোন করুন



জনসচেতনতায় : **বিস্ফোরক পরিদপ্তর**

নিরাপত্তা নির্দেশিকা

১। সিলিন্ডার খাড়াভাবে রাখুন



২। গ্যাস সিলিন্ডারকে
মেঝের সমতলে রাখুন
এবং চুলা বা অন্যকোনো
এলপিজি ব্যবহারের যন্ত্রকে
সিলিন্ডারের চাইতে
উচুতে রাখুন।



৩। সিলিন্ডারের সেফটি কেপ
সিলিন্ডারের সাথে রাখুন।
ব্যবহার শেষে রেগুলেটর বন্ধ করে
ভাল্ভের মুখে সেফটি কেপ
আটকে দিন।



৪। রান্না করার সময় দরজা
জানালা খোলা রাখুন

প্রচারে :



বিস্ফোরক পরিদপ্তর



সিলিন্ডার নিরাপত্তা

১০টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

- ব্যবহারের আগে সিলিন্ডারের লেবেল এবং মেটেরিয়্যাল সেফটি ডাটা শীট (এমএসডিএস) পড়ুন
- সিলিন্ডার খাড়া অবস্থায় রাখুন। যানবাহন বা মানুষ চলাচল করে না, কিন্তু ঠান্ডা ও অবাধ বায়ু প্রবাহ আছে এরূপ নিরাপদ স্থানে সিলিন্ডার সংরক্ষণ করুন
- প্রচণ্ড ধাক্কা বা পড়ে যাওয়া থেকে সিলিন্ডারকে রক্ষা করুন
- সিলিন্ডার ব্যবহারের সময় সেফটি জুতা এবং হাতে মোজা ব্যবহার করুন
- সবসময় উপযুক্ত ট্রলির সাহায্যে সিলিন্ডার স্থানান্তর করুন
- দাহ্য গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারের লিকেজ পরীক্ষা খোলা আগুন দ্বারা না করে সাবানের ফেনা দ্বারা করুন
- তাপ ও অগ্নি উৎস এবং দাহ্য বস্তু ও গ্যাস থেকে সিলিন্ডার দূরে রাখুন
গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার এবং গ্যাসশূন্য সিলিন্ডার আলাদা রাখুন
- সিলিন্ডার এবং ভালভ এ তৈল ও গ্রীজ লাগাবেন না
- ভালভ খোলা এবং বন্ধ করার সময় অযথা বল প্রয়োগ করবেন না
- সিলিন্ডারের কোনো ক্ষতি বা আঘাতের দাগ মেরামত বা রং করে ঢাকবেন না
সিলিন্ডারের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে তৎক্ষণাতঃ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে ফেরৎ দিন।

প্রচারে :



বিস্ফোরক পরিদপ্তর



এবার :



বিস্ফোরক পরিদপ্তর





নিরাপদ সিলিন্ডার
নিরাপদ পরিবার

ধাচাঃ



বিস্ফারক পরিদপ্তর

নিরাপদ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে করণীয়

- সোজা / খাড়াভাবে সিলিন্ডার সংরক্ষণ করণ।
- বাতাস ঢেঁচাল করে এমন স্থানে সংরক্ষণ করণ।
- সঠিক পদ্ধতিতে সিলিন্ডার স্থাপন করণ।
- প্রয়োজনীয় জরুরী ফোন নম্বর সংরক্ষণ করণ।
- ব্যবহারের পর রেগুলেটর বন্ধ রাখুন।
- আগে ম্যাচের কাটি জ্বালান তারপর টুলা জ্বালান।
- রান্না শেষে প্রথমে টুলা বন্ধ করণ, তারপর সিলিন্ডারের সংযোগ বন্ধ করণ।





এলপিগিজি সিলিণ্ডার নিরাপদ ব্যবহারে করণীয়



রাশ্মা শেষে বুলা ও এলপিগিজি সিলিণ্ডারের রেগুলেটরের সুরিচ অবশ্যই বন্ধ করুন

সিলিণ্ডার কোনভাবেই বুলা/আগনের পাশে রাখবেন না, এতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে

এলপিগিজি সিলিণ্ডার খাড়াভাবে রাখুন, কখনই উপুড় বা কাত করে রাখবেন না

বুলা হতে যথেষ্ট দূরে বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে এলপিগিজি সিলিণ্ডার রাখুন

যদি গ্যাসের গন্ধ পেলে দ্রুত দরজা-জানালা খুলে দিন এবং এলপিগিজি সিলিণ্ডারের রেগুলেটর বন্ধ করুন

গ্যাসের গন্ধ পেলে যাকের কার্টী জ্বালাবেন না, ইলেকট্রিক সুরিচ এবং মোবাইল ফোন অন বা অফ করবেন না



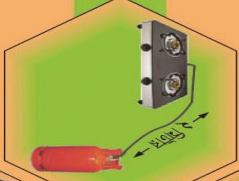
রাশ্মা শুরু করার আধঘন্টা আগে রাশ্মাঘরের দরজা-জানালা খুলে দিন



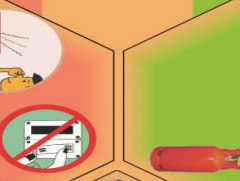
রাশ্মাঘরের উপরে ও নিচে ভেন্টিলেটর রাখুন



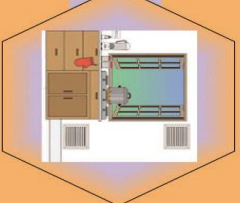
অতিরিক্ত গ্যাস বের করার জন্য এলপিগিজি সিলিণ্ডারে তাপ দিবেন না



সিলিণ্ডারের অভ্যন্তর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেগুলেটর ব্যবহার করুন



বুলা সিলিণ্ডার থেকে নিচুতে রাখবেন না, কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি উপরে রাখুন



প্রচার: বিস্ফোরক পরিদপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ